দোহাই কবি !!

দোহাই! ফিরিয়ে দে রে পদ্য-কবিতা, পাগল করিল যত গদ্য-কবিতা।
পত্রিকা খুললেই শতেক কবির, রাতজাগা শিরঃপীড়া করে থাকে ভীড়।
বোঝা-ই যায় না সেই সব পদ্য যে, ভাবে ও ভাষায় মহা দুর্বোধ্য যে !
মা'র চিঠি মাঝখানে ছিঁড়লেই ঠিক, দু'খানা কবিতা পাবে, খুব-ই আধুনিক।
পাঠকের চেয়ে বেশি কবিদের দল, কবিতার সাথে চাই প্যারাসিটামল।

কংকনে কিংকিনি তালে দিয়ে তাল, আকাশ পাতাল হত ছন্দ-মাতাল,
কোথা সেই শব্দ-মৃদঙ্গ বাদক? বাণী ও সুরের সে অসাধ্যসাধক?
ভাষার সে সংগীত কোথা গেল সব? ঝর্ণাধারায় সেই সুর-বৈভব?
বুঝি রবীন্দ্রনাথ, বুঝি নজরুল, এখন দেখি রে চোখে সর্ষের ফুল।
পড়লে মাথায় শুধু করে কট কট, এখন চতুর্দিকে হিং টিং ছট !

কিংবা হয়ত সেটা দারুণ! কি জানি! আমি-ই রাসভ, হালে পাইনে কো পানি।
কাছা মেরে নেমে পড়ি, আঁতিপাতি খুঁজি, রত্ন - মাণিক ফস্কেই গেল বুঝি!
কিন্তু শুধুই ন্যাড়া মাথায় ঠকাস, পড়ে বেল। হা রে মরণানন্দ দাশ!
শতকরা নব্বই নই তো আঁতেল, অমৃতের আসরে এ কি গরল ভেল!

কবিগন ! বাবাধন !! করে দিস মাপ, ফতেমোল্লার উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ !!!!

(এ-ও ঠিক, না লিখলে শত কোটি "কবি", জন্মাবে না কখনো আর একটা রবি) ।